তারিখ ... 17 JAN 1998 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

শর্মিষ্ঠা সাহা

বিশেষ প্রতিবেদন

'অনাকাঙ্ক্ষিত বেকারত্ব'–বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা। এ দেশের অসংখ্য শিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত তরুণ-তরুণী বেকারত্বের বোঝা নিরন্তর বয়ে চলেছেন। এদের অনেকেই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সার্টিফিকেটের সংখ্যা বাড়িয়েছেন কিন্তু জীবন-জীবিকার সংস্থান করতে ব্যর্থ হয়ে জীবন যুদ্ধে হেরে যেতে বসেছেন। ক্রমে বেড়ে চলেছে, শিক্ষিক বেকারের সংখ্যা। জীবনযুদ্ধে পরাজিত বহু সৈনিক (বেকার) ভিন্ন পথে বেঁচে (!) থাকার চেষ্টায় বিপথে পা বাড়াচ্ছে। আশঙ্কাজনকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে সন্ত্রাস, রাহাজানি, ছিনতাই প্রভৃতি।

শিক্ষিত বেকারের পাশাপাশি স্বল্প শিক্ষিতের সংখ্যাও প্রচুর। দারিদ্র্য বা অন্যান্য পারিপার্শ্বিক চাপে বহু শিক্ষার্থী স্কুল জীবনের গন্ডি পার হতে পারে না। এক্ষেত্রে অল্প বয়সে উপার্জন করার প্রবণতা এবং শিক্ষাশেষে কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তাই দায়ী। বিগত কয়েক বছরে কর্মসংস্থানের সুযোগ কিছু বাড়লেও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার তুলনায় তা মুষ্টিমেয়। ফলশ্রুতিতে দেশের সার্বিক অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে।

বেকার সমস্যা দূরীকরণে কারিগরি শিক্ষা কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম। কেননা বিজ্ঞানের আধুনিক এই যুগে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রকার যন্ত্র আমাদের জীবনের সুখ-সুবিধার সাথে জড়িয়ে আছে। এ সকল যন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কারিগরি শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। তাই তো এ শিক্ষায় শিক্ষিত একজন দক্ষ যুবকের বেকারত্বের অভিশাপে পতিত হবার সম্ভাবনা কম। এই বিষয়টিকে স্মরণে রেখে দেশের জনশক্তিকে দক্ষ করে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৬৭ সালের ১ নং সংসদীয় কারিগরি শিক্ষা আইন বলে বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ড স্থাপিত হয়। বাংলাদেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মান প্রণয়ন, নিয়ন্ত্রণ, মূল্যায়ন ও উন্নয়নের সার্বিক দায়িত্ব বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের উপর ন্যস্ত। বর্তমানে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন ৫১টি ভোকেশনাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো-এর আওতাধীন ১১টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। বস্ত্র অধিদপ্তরের আওতায় ২৭টি বয়ন বিদ্যালয়, কুমিল্লাস্থ এ এম ভিটিআই এবং কয়েকটি এনজিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি নেয়া হয়ে থাকে। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষাক্রমসমূহ ঃ

ডিপ্লোমা-ইন-টেকনিক্যাল এডুকেশন	১ বছর মেয়াদি
ডিপ্লোমা-ইন-ভোকেশনাল এডুকেশন	১ বছর মেয়াদি
সার্টিফিকেট-ইন-ভোকেশনাল এডুকেশন	১ বছর মেয়াদি
সার্টিফিকেট-ইন-ভোকেশনাল এডুকেশন (উপানুষ্ঠানিক)	১ বছর মেয়াদি
ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং	৩ বছর মেয়াদি
ডিপ্লোমা প্রিন্টিং	৩ বছর মেয়াদি
ডিপ্লোমা সিরামিক	৩ বছর মেয়াদি
ডিপ্লোমা ফরেস্ট্রি	৩ বছর মেয়াদি
ডিপ্লোমা মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং	৩ বছর মেয়াদি
ডিপ্লোমা কৃষি	১ বছর মেয়াদি
ডিপ্লোমা টেক্সটাইল	১ বছর মেয়াদি
ডিপ্লোমা সার্ভে	৩ বছর মেয়াদি
সার্ভে ফাইনাল সার্টিফিকেট	বছর মেয়াদি
আমিনশিপ সার্টিফিকেট	১ বছর মেয়াদি
এইচএসসি(ব্যবসায়ব্যবস্থাপনা)	২ বছর মেয়াদি
এইচএসসি (ভোকেশনাল)	২ বছর মেয়াদি
এসএসসি (ভোকেশনাল)	২ বছর মেয়াদি
জাতীয় দক্ষতা মান-২	১ বছর মেয়াদি
জাতীয় দক্ষতা মান-৩	১ বছর মেয়াদি
সার্টিফিকেট-ইন-ফুটওয়্যার মেকিং	১ বছর মেয়াদি
সার্টিফিকেট-ইন-লেদারট্যানিং	১ বছর মেয়াদি
বেসিক ট্রেড (মাধ্যমিক স্কুল/মাদ্রাসা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ও স্ব অর্থায়নে)	৩৬০ ঘন্টা মেয়াদি

বর্তমানে ১৯৯৮ শিক্ষাবর্ষে এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমে ছাত্রভর্তি প্রক্রিয়া চলছে। আবেদনপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ ১৫ই জানুয়ারি ১৯৯৮। আগ্রহী ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকগণ ইতোমধ্যে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ থেকে আবেদন ফরম সংগ্রহ করতে শুরু করেছেন।

এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমে ভর্তির নিয়ম ঃ

এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের নবম শ্রেণীতে ভর্তি হতে হলে অনুমোদিত স্কুল/মাদ্রাসা থেকে অষ্টম শ্রেণী পাস হতে হবে।

ভর্তিচ্ছুক প্রার্থীদের বয়স ১লা জানুয়ারি ১৯৯৮ তারিখে অন্যূন ১২ বছর ও অনূর্ধ্ব ১৮ বছর হতে হবে।

ভর্তিচ্ছুক প্রার্থীকে নির্ধারিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ৭০ টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রণীত ভর্তি তথ্যবিবরণী ও ভর্তি ফরম সংগ্রহ করতে হবে।

আবেদনপত্রের সঙ্গে অষ্টম শ্রেণী পাসের প্রমাণ হিসেবে নম্বরপত্র অথবা অগ্রগতিপত্র অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের প্রশংসা পত্রের সত্যায়িত কপি, সত্যায়িত ফটো (২ কপি) ও ফরম সংগ্রহের সময় প্রাপ্ত রসিদ সংযুক্ত করতে হবে।

ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে মেধা নির্ধারণপূর্বক মেধা ও আবেদনপত্রে বর্ণিত ট্রেড পছন্দের ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে।

ভর্তি পরীক্ষায় তাত্ত্বিক অংশের প্রশ্নপত্র অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যক্রম অনুযায়ী এবং ভোকেশনাল শিক্ষায় আগ্রহ মূল্যায়নের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রণয়ন করা হবে। প্রশ্নপত্র রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক- উভয় ধরনের হবে। কায়িক প্রবণতা (অ্যাপটিচুড) পরীক্ষা পৃথকভাবে গ্রহণ করা হবে।

ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য ও সময়সূচি

১৮-১-৯৮ ১০টা থেকে-১টা (৩ ঘন্টা)

তাত্ত্বিক (লিখিত) পরীক্ষা ঃ ১৫০ নম্বর বাংলা, ইংরেজি ও গণিত প্রত্যেক বিষয়ে ৫০ নম্বর করে।

১৯-১-৯৮

কায়িক প্রবণতা (অ্যাপটিচুড) পরীক্ষা ঃ ৫০ নম্বর।

মোট নম্বর ২০০।

ভর্তি পরীক্ষা ফল প্রকাশ	ঃ	২২-১-৯৮
ভর্তির শেষ তারিখ	ঃ	১০-২-৯৮

(এসএসসি ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য

ভোকেশনাল গ্রাজুয়েটদের শিক্ষা ও চাকরি উভয় ক্ষেত্রে সুযোগ নিশ্চিত করা। চাকরি বাজারের বিকাশমান গতিধারা অনুযায়ী দক্ষ শিক্ষিত জনশক্তি সৃষ্টি করা। সমাজে ভোকেশনাল গ্রাজুয়েটদের সামাজিক মর্যাদা অর্জনের পথ সুগম করা।

(এসএসসি ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের পরিচিতি

এ শিক্ষাক্রমে ছাত্রছাত্রীদের সাধারণ বিষয়ের পাশাপাশি ৮ সপ্তাহ সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রে বাস্তব প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। এটি সাধারণ এসএসসির সমমানের। এসএসসি (ভোকেশনাল) সনদপ্রাপ্তগণ উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করার সুযোগ পাবেন। তারা সাধারণ এসএসসি সনদপ্রাপ্তগণের অনুরূপ পরবর্তী উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন। বিশেষভাবে এইচএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমে ভর্তির সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন।

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ভোকেশনাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট। এ সকল প্রতিষ্ঠানে বহু কোর্সে নাইট শিফট চালু আছে। ফলে কর্মক্ষেত্রে কাজ করার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারেন। এভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে দক্ষ জনশক্তি, হ্রাস পেতে পারে বেকারত্ব। বাংলাদেশের ১১টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঢাকা, কুমিল্লা, খুলনা, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, বরিশাল, বগুড়া, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, রাঙ্গামাটি ও নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত।

ঢাকার মিরপুরস্থ টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে আলাপ হল আলাউদ্দিন জনির সঙ্গে। তিনি বেশ কয়েক বছর পূর্বে প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপ্ত করে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছেন। তিনি জানালেন, একদিনও বেকার থাকতে হয়নি তাকে। জনি ছোট ভাইয়ের জন্য এসএসসি (ভোকেশনাল) কোর্সের ভর্তি ফরম নিতে এসেছেন। এছাড়াও ভর্তি ফরম সংগ্রহ করলেন মিলন। তিনি মনে করেন, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে লেখাপড়া করলে পরবর্তীতে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া হাতে কলমে শিক্ষা নেয়ার ফলে চাকরির সুযোগও বেড়ে যায় অনেকাংশে।

বর্তমান প্রতিযোগিতার যুগে কারিগরি শিক্ষা অনেকাংশে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। কাজেই আজকের বাস্তবতায় কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটানো একান্ত প্রয়োজন।

মাঠ পর্যায়ে চলছে কৃষি শিক্ষা। ছবি ঃ সংগ্রহ

কারিগরি শিক্ষা, এ মুহূর্তে বড় প্রয়োজন